যুগান্তর

তারিখ : 2 9 OCT 2002
পৃষ্ঠা – ৭ কলাম – ৮

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণী হওয়া উচিত

• গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আওতাধীন করে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত হয়ে …র কলেজগুলোকে নতুন ৮টি ও পুরনো ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা জরুরি। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিমার্জন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে নিম্নমানের বলে চিহ্নিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওই রিপোর্ট মন্ত্রিপরিষদে উপাপন করতে হবে।

গতকাল বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। এতে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক প্রধান অতিথি এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার নিম্নমানকে এ খাতের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, একে যুগোপযোগী করা এবং বৈশ্বিক মানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এজন্য বস্তুনিষ্ঠভাবে মেধাবীদের শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রদের সুস্থ পরিবেশ রক্ষা এবং পাঠ্যসূচির আধুনিকায়ন প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি ও পরিদর্শন ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের জন্য উন্নতমানের পে-স্কেল চালু করা হবে। তাদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধানে রেজিস্টার্ড টিচার সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। নতুন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং শিফট চালু করা হবে।

শিক্ষা সচিব সভাপতির বক্তৃতায় বলেন, জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত একেবারে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু দুর্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করা হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক এরশাদুল বারী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী, মতিঝিল আইডিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান, নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা, অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ সফদার আলী, অধ্যক্ষা ফিরোজা বেগম, অধ্যক্ষ রশিদ উদ্দিন জাহিদ, সাংবাদিক রেজাবুর রহমান প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবদুর রশীদ এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মহম্মদ জুনাইদ।